231858 - স্থাবর সম্পত্তরি যাকাতরে অবস্থা ও বধিি-বধিানরে সারসংক্ষপে

প্রশ্ন

স্থাবর সম্পত্তি ও জমি-জমায় কোন কোন অবস্থায় যাকাত আবশ্যক হয়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এটা সর্বজনবদিতি যে, পূর্ববর্তী সময়রে তুলনায় বর্তমানে চাহদিা ও প্রসাররে দকি থকেে স্থাবর সম্পত্তরি অবস্থা ভন্নি। এর বভিন্নিতা অনুযায়ী যাকাতরে বধিান বভিন্নি রকম হয়ে থাকে।

স্থাবর সম্পত্তি বলতে উদ্দশ্যে: মানুষ যে জমরি মালকি এবং এর উপরে তরৈি করা স্থাপনাসমূহ। যমেন: বাড়ি, প্রাসাদ, দালান, ফ্ল্যাট, দোকান, পট্রেল পাম্প, বশ্রিামাগার ইত্যাদি।

যাকাতরে বধিান সম্পর্কে বস্তিারতি বক্তব্য হচ্ছে:

১- এই অধ্যায়রে সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে: স্থাবর সম্পত্তি যাকাতীয় সম্পদ নয়। তাই এর মূল অবস্থা হচ্ছে ব্যবসার উদ্দশ্যে না থাকলে এতে যাকাত ওয়াজবি হয় না।

২- যে স্থাবর সম্পত্তি মানুষ বসবাসরে জন্য কংিবা ব্যক্তগিত ব্যবহাররে জন্য গ্রহণ করে থাকে, যমেন: গুদামঘর ইত্যাদি; তাতে আলমেদরে সর্বসম্মতক্রিমে যাকাত নইে।

কারণ এ অবস্থায় স্থাবর সম্পত্তি ব্যক্তগিত সংরক্ষণমূলক সম্পদ। এমন সম্পদে সর্বসম্মতক্রিমে যাকাত আবশ্যক হয় না। (224770) নং প্রশ্নরে উত্তর দখেুন।

চাই সম্পদটি কনোর সময় সংরক্ষণরে নয়িত থাকুক কংিবা পরবর্তীতে যুক্ত হোক। স্থাবর সম্পত্তি ব্যক্তগিত ব্যবহাররে জন্য সংরক্ষণরে নয়িত করামাত্র সটেি এমন সম্পদে পরণিত হবে যাতে যাকাত ওয়াজবি হয় না; এমনকি যদি বহু বছরও এভাবে থকেে যায়। যতক্ষণ এর মালকিরে নয়িত সংরক্ষণরে উদ্দশ্যে থকেে পরবির্ততি না হয়।

৩- কৃষি ক্ষতেে যাকাত নইে। বরং যাকাত ফরয হবে শস্য ও ফলরে উপর।

তবে যদি কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করে, এবং বিক্রি করার আগ পর্যন্ত তাতে চাষাবাদ করে, ফলে খেজুর গাছে ফল ধরে ও ফসল উৎপন্ন হয়; তখন সে ফল ও শস্যের যাকাত আদায় করবে: উশর (এক দশমাংশ)। আর জমির যাকাত আদায় করবে জমির মূল্য অনুযায়ী। কারণ এ দুটি আলাদা হক, এ দু'টো ওয়াজিব হওয়ার কারণ ভিন্ন ভিন্ন। তাই একটি অন্যটির দ্বারা রহিত হবে না।

যাকারিয়া আল-আনসারী বলেন: 'যদি ব্যবসার জন্য নির্ধারিত জমিতে নিজের ব্যবহারের জন্য ফসল চাষ করা হয়, তবে উভয়টির হুকুম আলাদা। ফলে ফসলের উপর শস্যের যাকাত ওয়াজিব হবে। আর জমির উপর ব্যবসায়িক যাকাত ওয়াজিব হবে।'[আসনাল মাত্বালিব (১/৩৮৫) থেকে সমাপ্ত]

৪- যে স্থাবর সম্পত্তি আয়ের উদ্দেশ্যে মালিকানায় নেওয়া হয় অর্থাৎ ভাড়া দেওয়া এবং এর ভাড়া ও ফসল থেকে উপার্জন করা এ সম্পত্তির মূল্যের উপর যাকাত নেই। বরং এর থেকে প্রাপ্ত ভাড়ার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে; যদি সেই ভাড়ার উপর এক পূর্ণ হিজরী বছর অতিক্রান্ত হয়।

সুতরাং বাড়ি, গুদাম, ফার্নিশড ফ্ল্যাট, হোটেল, বহুতল ভবন— এই সব সম্পত্তি যদি ভাড়ার জন্য নির্ধারিত হয় তবে অধিকাংশ আলেমের মতে এগুলোর মূল্যের ওপর যাকাত নেই। প্রতি বছর এই সম্পত্তিগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে যাকাত দেওয়াও আবশ্যক নয়।

এ বিষয়টি ইতিপূর্বে (223513) ও (47760) নং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করা হয়েছে।

৫- যে স্থাবর সম্পত্তি ব্যবসার নিয়তে মালিকানায় নেওয়া হয়: অধিকাংশ আলেমের মতে এতে যাকাত ফরজ। ব্যবসার নিয়ত বলতে বোঝায়, এই সম্পত্তি মালিকানায় নেওয়ার উদ্দেশ্যই হলো তা থেকে উপার্জন করা ও লাভ করা।

মারদাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "ব্যবসার নিয়তের অর্থ হলো: এটি বিক্রি করে টাকা উপার্জন করার নিয়ত করা।"[আল-ইনসাফ (৩/১৫৪) থেকে সমাপ্ত]

শুধু বিক্রি করার ইচ্ছা থাকলে কোনো সম্পত্তি ব্যবসায়িক পণ্য হয়ে যায় না।
কারণ বিক্রি করার পেছনে অনেক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন: সম্পত্তি থেকে মুক্তি পাওয়া, এ সম্পত্তির প্রতি আগ্রহ না থাকা, আর্থিক সংকট ইত্যাদি।

কিন্তু ব্যবসা বলতে বোঝায়: লাভ ও মুনাফার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা এবং বিক্রি করা।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি একটি জমি কিনে সেখানে ঘর বানানোর উদ্দেশ্য করে, পরে সে উদ্দেশ্য থেকে সরে এসে অপ্রয়োজনীয় মনে করে তা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়; অথবা কোনো

ব্যক্তির একাধিক জমি আছে, পরে সে প্রয়োজনবশতঃ একটি জমি বিক্রি করার নিয়ত করে, তাহলে তিনি বলেন:

“এই অবস্থায় তার ওপর যাকাত নেই; না এই জমিতে, না আগরেটতে। কারণ এখানে বিক্রির নিয়ত ব্যবসার জন্য নয়। বরং প্রথম ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়ার কারণে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োজন মেটানোর জন্য। কিন্তু ব্যবসায়ি পণ্যের মালিক শুরু থেকেই কেবল লাভের উদ্দেশ্যেই করে থাকে।”[ফাতহু যিল জালাল (৬/১৭৩) থেকে সমাপ্ত]

৬- যে ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়েছে, কিন্তু ব্যবসার নিয়ত চূড়ান্ত নয় বা কোনো নির্দিষ্ট নিয়ত নেই; তাতে যাকাত নেই।

কারাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “যদি কেউ কোনো জিনিস ক্রয় করে। এতে তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ত না থাকে, তবে সেটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গণ্য হবে। কারণ এটাই মূল অবস্থা।”[আয-যাখীরাহ (৩/১৮) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ ইবন উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

এক ব্যক্তির কাছে একটি জমি আছে। কিন্তু তার নিয়ত নিয়ে সে দ্বিধায় আছে। সে জানে না, সে কি এটি বিক্রি করবে, নাকি নির্মাণ করবে, নাকি ভাড়া দেবে, নাকি নিজে বসবাস করবে। এ অবস্থায় এক বছর পূর্ণ হলে কি যাকাত দিতে হবে?

তিনি উত্তর দেন: “এই জমিতে আদৌ কোনো যাকাত নেই, যতক্ষণ না তার স্পষ্ট ও দৃঢ় সংকল্প হয় যে এটি ব্যবসার জন্য। সে যদি দ্বিধাগ্রস্ত থাকে, এমনকি মাত্র এক শতাংশ হলেও, তবে তার উপর যাকাত নেই।”[মাজমুউ ফাতাওয়াল উছাইমীন (১৮/২৩২)]

৭- যদি স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহার ও বসবাসের জন্য মালিকানায় নেওয়া হয়, তারপর সেটা দিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্য করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইতিপূর্বে এ মাসয়ালায় যাকাত ফরয হওয়ার মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৮- যদি স্থাবর সম্পত্তি ব্যবসার নিয়তে মালিকানায় নেওয়া হয়, পরে নিয়ত পরিবর্তন করে সেটিকে সংরক্ষণ, ব্যবহার বা ভাড়ার নিয়ত করা হয়; তাহলে এতে কোনো যাকাত নেই।

কারণ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো ব্যবসার নিয়তটি হিজরী বছরের শেষে পর্যন্ত অব্যাহত থাকা। তাই যদি বছর শেষে হওয়ার আগেই নিয়ত পরিবর্তন করে ফেলে হয়, তবে যাকাত মওকূফ হয়ে যায়।

নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘যদি কোনো ব্যক্তি তার কাছে থাকা ব্যবসায়িক সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা সংরক্ষণের সম্পত্তিতে পরিণত হবে।”[মাজমুউ (৬/৪৯) থেকে সমাপ্ত]

৯- যদি কোনো স্থাবর সম্পত্তি মালিকানায় নেওয়ার সময় সংরক্ষণের সাথে কিংবা ব্যবসার সাথে সংরক্ষণ দুই ধরনের নিয়তই থাকে তবে যেটা মূল নিয়ত সেটাই ধর্তব্য হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো পণ্যকে ব্যবহারের নিয়তে সংগ্রহ করে এবং পাশাপাশি এই চিন্তা রাখে যে, যদি এতে লাভ পাওয়া যায় তাহলে বিক্রি করে দিবে, তাহলে তার উপর কোনো যাকাত নেই।

আর যে ব্যক্তি কোনো পণ্য (বা সম্পত্তি) ব্যবসার নিয়তে ক্রয় করেছে এবং বিক্রি হওয়া পর্যন্ত সেটি ব্যবহার করছে ও তা থেকে উপকার নিচ্ছে, তাহলে বিক্রি হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর তার উপর যাকাত ওয়াজিব থাকবে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি বিক্রি করার পূর্বে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেটি ব্যবহার করা ও এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার নিয়ত করে তাহলে সেটার ওপর ব্যবসায়ি পণ্যের যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ প্রথমে ব্যবহার করার নিয়ত থাকা পণ্যটি ব্যবসার জন্য উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়।

১০- যদি কোনো স্থাবর সম্পত্তি এখনো নির্মাণের পর্যায়ে থাকে এবং তা ব্যবসার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে; চাই তা বর্তমানে বিক্রির জন্য উপস্থাপিত হোক কিংবা নির্মাণ শেষে না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা সম্ভবপর না হোক। এক্ষেত্রে যাকাত ফরয হওয়ার সময় উক্ত সম্পত্তির বাজারমূল্য অনুসারে যাকাত আদায় করতে হবে।

১১- যে স্থাবর সম্পত্তির মালিক মূল্য বাড়ার অপেক্ষায় থাকে, যদি তা বহু বছর ধরে তার কাছে পড়ে থাকে তবুও ঐ সম্পত্তির উপর প্রতি বছর মূল্য অনুসারে যাকাত ওয়াজিব হবে।

দূর ভবিষ্যতে লাভের উদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করলে তা থেকে যাকাত মওকূফ হবে না।

এর উদাহরণ হচ্ছে: শহর থেকে বহুদূরের প্লানকৃত প্রজেক্টগুলো ক্রয় করা এবং মানুষের চাহিদা ও দাম বাড়ার সময়ের অপেক্ষায় থাকা। ভবিষ্যৎ জমিবিক্রির এই নিয়ত উক্ত সম্পত্তির যাকাত ওয়াজিব করবে। বলিম্বে বিক্রির নিয়ত যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে প্রভাবিত করবে না, যতক্ষণ জমটি ব্যবসার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে
এবং এর থেকে উদ্দেশ্য হয় সম্পদ বৃদ্ধি করা।

ফকীহরা এ ধরনের ব্যক্তিকে 'অপেক্ষমাণ ব্যবসায়ী' বলে থাকেন। এ বিষয়ে বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে জমহুর আলেমের মত: প্রতি বছর এতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

১২- যদি কোনো ব্যক্তি শুধু সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহলে এতে যাকাত নেই। কিন্তু যদি যাকাত থেকে পালিয়ে যাওয়া বা যাকাত ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

এ বিষয়ে ইতিপূর্বে (231857) নং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩- যদি কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, কিন্তু সেটি হস্তগত করার আগে যেই অর্থ দিয়ে সেটি খরিদ করেছে সেই অর্থের এক বছর পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তাতে যাকাত আবশ্যক হবে। কারণ নিছক ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তন হয়ে যায়। তার পক্ষে সেটি হস্তগত করা সম্ভবপর।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: এক ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ দিয়ে একটি জমি কিনেছে। উল্লেখ্য, সে জমিটি এখনো গ্রহণ করেনি, এমনকি জমির দলিলও পায়নি; এমতাবস্থায় এই জমির ওপরে কি যাকাত আছে?

তিনি উত্তর দেন: হ্যাঁ, এই জমির উপর যাকাত আছে; যদিও সে দলিল গ্রহণ করেনি। যেহেতু বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ও অনিবার্য হয়ে গেছে। তাকে ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত হিসেবে এর যাকাত দিতে হবে। যাকাত ফরজ হওয়ার সময় জমিটির যে বাজারমূল্য নির্ধারণ করবে এবং উক্ত মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ (২.৫%) যাকাত আদায় করবে।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া-রাসাইলশি শাইখ আল-উছাইমীন (১৮/২৩৪)]

১৪- বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি: যদি এই সম্পদ ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

শাইখ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "যদি আপনি সেটাকে ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করে থাকেন এবং সেটা বন্ধক রাখা হয় তাহলে আপনার ওপর এর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি সেটা বন্ধকে থাকে, কিন্তু ব্যবসার জন্য প্রস্তুত না করা হয়, বরং পাওনা পরিশোধ করা পর্যন্ত বন্ধকে থাকে, যদি পরবর্তীতে আপনি পাওনা পরিশোধ করার পর সেটি বিসবাস করা বা ভাড়া দেয়ার জন্য হয় তাহলে এর ওপর কোনো যাকাত নেই।"[ফাতাওয়া নূরুন 'আলা আদ-দারব (১৫/৪৩)]

১৫- যে স্থাবর সম্পত্তি একাধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানায় রয়েছে, সেটার ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদার নিজ নিজ অংশের যাকাত আদায় করবে; যদি তার অংশ নেসাব পরিমাণে পৌঁছে। এটা জমহুরের (অধিকাংশ মাযহাবের) মত।

শাইখ বকর আবু যাইদ বলেন: "যৌথ মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো: তার অংশের মূল্য এককভাবে নেসাব পরিমাণে পৌঁছাতে হবে অথবা তার অন্য যাকাতযোগ্য ব্যবসায়িক সম্পদের সঙ্গে মিলিয়ে নেসাব পূর্ণ হতে হবে।"[ফাতাওয়া জামি'আ ফি যাকাতিল 'আক্বার (পৃ. ১২) থেকে সমাপ্ত]

(147855) নং প্রশ্নের উত্তরে ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, শাফেয়ী মাযহাবের মতে নেসাব নির্ধারণে মোট সম্পত্তির মূল্যই বিবেচ্য; প্রত্যেক ব্যক্তির অংশ আলাদাভাবে নেসাব পূর্ণ করা শর্ত নয়। অতএব, যদি পুরো সম্পত্তির মূল্য নেসাব পরিমাণে পৌঁছে যায়, তাহলে প্রত্যেক অংশীদারের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে, যদিও তার নিজ অংশ নেসাব পরিমাণে না পৌঁছায়। এই মতটিই গ্রহণ করেছে ইসলামি ফিকহ একাডেমি এবং শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহও এই মতের দিকে

ঝুঁকছেনে।

১৬- যে স্থাবর সম্পত্তি সাধারণ কল্যাণমূলক খাতে ওয়াকফকৃত; যমেন: দরদ্রিদরে জন্য; তাতে কোনো যাকাত নইে। এর কারণ হলো: এতে ব্যক্তগিত মালকিানা নইে।

এ বষিয়ে আরও দখেুন (99694) ও (118309) নং প্রশ্নরে উত্তর।

১৭- যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষত্রেে সচল (সহজে বক্রিয়যোগ্য) ও অচল (যা সহজে বক্রি হচ্ছে না) —এমন স্থাবর সম্পত্তরি মধ্যে কোনো পার্থক্য নইে; যতক্ষণ পর্যন্ত তার এমন একটি মূল্য থাকে যাতে সটেি বক্রি করা সম্ভব।

আর এটইি জমহুর (অধকিাংশ) উলামায়ে করোমরে মাযহাব বা মত। কারণ ব্যবসায়ী পণ্যরে ওপর যাকাত ওয়াজবি হওয়ার ভত্তিি হলো— এগুলো সম্পদরে সইে শ্রণেী যা বৃদ্ধরি (মুনাফার) জন্য প্রস্তুত রাখা হয়ছে, ঠকি মুদ্রার (টাকা-পয়সার) মতো; চাই তা বাস্তবে বৃদ্ধি পাক বা না পাক এবং তাতে লাভ হোক বা ক্ষতি হোক।

অতএব, ব্যবসায়কি মন্দাভাব যাকাতরে উপর কোনো নতেবিাচক প্রভাব ফলে না, যতক্ষণ ঐ পণ্যরে একটি বাস্তবকি বাজারমূল্য থাকে এবং সটো ক্রয়-বক্রিয়যোগ্য হয়।

‘ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ’ (৮/১০২)-তে রয়ছে: ‘বক্রিয়রে জন্য উপস্থাপতি জমরি উপর প্রতি বছর যাকাত ওয়াজবি হব। কারণ তা ব্যবসায়কি পণ্যরে অন্তর্ভুক্ত। বছর শষেে এর বাজারমূল্য নর্িধারণ করতে হবে এবং উক্ত মূল্যরে চল্লশি ভাগরে একভাগ (২.৫%) যাকাত পরশিোধ করতে হব; চাই জমটিি সচল হোক কংিবা অচল হোক। কারণ বক্রিয় ও ব্যবসার জন্য প্রস্তুতকৃত সম্পদরে ওপর যাকাত আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে দলীলসমূহ সাধারণ ও ব্যাপক।’[ইবনে বায, আলুশ শাইখ, আল-ফাওযান, আল-গুদাইয়্যান]

শাইখ আব্দুর রহমান আল-বাররাক বলনে: ‘স্থাবর সম্পত্তরি অচলতা যাকাত মওকূফ করে না; বরং যাকাতরে পরমিাণ কমযিে দয়ে। কারণ অচল জমি যে দামে ক্রয় করা সম্ভব সে দামইে এর মূল্য নর্িধারণ করা হব, সটো যত কমই হোক না কনে।’

তবে যদি স্থাবর সম্পত্তি এমনভাবে অচল হয়ে যায় যে মালকি সটো বক্রিরি জন্য উপস্থাপন করলওে কনোর জন্য কাউকে না পায়, তাহলে কছিু আলমেরে মতে সে ক্ষত্রেে মালকি যখন সটেি বক্রি করতে পারবে তখন বগিত এক বছররে যাকাত আদায় করব।

দখেুন: (119602) নং প্রশ্নরে উত্তর।

১৮- রযিলে এস্টটেরে শয়োরগুলোরগুলোর যাকাত ব্যবসায়কি পণ্যরে যাকাত হসিবে পরশিোধ করতে হব। কারণ এসব রযিলে এস্টটে কোম্পানি

ব্যবসার উদ্দশ্যেই জমি ক্রয় করে।

তাই শয়োরহোল্ডাররে উপর ওয়াজবি বছর শষে এই কোম্পানতিে তার শয়োর বা অংশরে বর্তমান বাজার মূল্য নর্িধারণ করা এবং উক্ত মূল্যরে চল্লশি ভাগরে একভাগ (২.৫%) যাকাত আদায় করা।

আরও জানতে দখেুন: (74989) ও (97124) নং প্রশ্নরে উত্তর।

১৯- যে স্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষতি করে রাখা হয় এবং যে রয়িলে এস্টটে ব্যবসার শয়োর ব্যর্থ (মালকি সটেতিে কোনো হস্তক্ষপে বা লনেদনে করতে পারছে না), তাতে কোনো যাকাত নইে। এটি 'দ্বমিার সম্পদরে' অন্তর্ভুক্ত।

'তাই হাউজংি প্রকল্পে যে জমি সবো প্রতষ্ঠিান, মাদরাসা ইত্যাদরি জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়, যে জমরি মালকি এতে হস্তক্ষপে করতে পারে না সে জমতিে কোনো যাকাত নইে। বরং যে তারখিে মালকিকে তাতে হস্তক্ষপেরে সুযোগ দওেয়া হবে, কবেল সইে দনি থকেইে যাকাতরে বছর গণনা করা হবে।'[আল-মাসাইলুল মুস্তাজাদ্দাহ ফযি-যাকাহ (পৃ. ৮৭)]

অনুরূপ বধিান ব্যর্থ রয়িলে এস্টটে শয়োররে ক্ষত্রেওে প্রযোজ্য। বভিন্নি কারণে শয়োর ব্যর্থ হতে পারে। যমেন: কোম্পানরি পরচিালনা পর্ষদরে প্রতারণা, রাষ্ট্ররে আইনী প্রতবিন্ধকতা, জমি নয়িে মামলা-মোকদ্দমা বা দাবি-দাওয়া। কারণ যটোই হোক না কনে যদি শয়োরহোল্ডার তার শয়োরে বাস্তবে কোনো ধরনরে হস্তক্ষপে করতে না পারে, তাহলে সে সম্পত্ততিে যাকাত নইে।

এ বষিয়ে (**143816**) নং প্রশ্নরে উত্তর দখেুন।

২০- স্থাবর সম্পত্তরি এক বছর পূর্ণ হওয়ার সময়রে বাজারদর অনুযায়ী এর মূল্য নর্িধারণ করতে হবে। এই মূল্য ক্রযমূল্যরে চয়েে কম হতে পারে অথবা ক্রযমূল্যরে চয়েে বশেি হতে পারে।

এ বষিয়ে দখেুন (65515) নং প্রশ্নরে উত্তর।

২১- স্থাবর সম্পত্তরি যাকাত-বর্ষ গণনা সম্পত্তটিি কনোর সময় থকেে শুরু হবে না। বরং যে অর্থ দয়িে সম্পত্তটিি ক্রয় করা হয়ছেে সইে অর্থরে বর্ষপূর্তইি স্থাবর সম্পত্তরি যাকাত-বর্ষ।

এ বষিয়ে (161816) নং প্রশ্নরে উত্তর দখেুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।